প্রাচীন ইতিহাস
ANCIENT HISTORY

প্রাক ইতিহাস (PRE-HISTORY)

- ভারতে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রাচীন মানবের জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি। তবে ভারতের প্রাচীন মানব বসতির কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে প্রায় 250,000 (খ্রিস্টপূর্বাব্দের পাথরের সরঞ্জাম থেকে যা বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের বোরি এলাকায় সম্প্রতি পাওয়া কিছু নিদর্শন অনুযায়ী; ভারতে মানব অস্তিত্বের সূচনা সম্ভবত প্রায় 14 লক্ষ বছর আগে হয়েছিল।
- মানুষের পৃথিবী আবির্ভাব থেকে 5000 খ্রিস্টপূর্ব সময়কাল পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র পাথরের সরঞ্জাম ব্যবহার করত। এই সময়কালকে পাথরের যুগ বলা হয়। পাথরের যুগকে 3টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—(1) প্যালিওলিথিক (প্রাচীন প্রস্তর যুগ), (2) মেসোলিথিক (মধ্য প্রস্তর যুগ), (3) নিওলিথিক (নব্য প্রস্তর যুগ)।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ (THE PALEOLITHIC AGE) (খ্রিস্টপূর্ব 500,000 BCE–10,000 BCE)

- ভারতে এই যুগের সূচনা ঘটেছিল প্লেইস্টোসিন যুগে, যাকে বরফ যুগ (Ice Age)ও বলা হয়।
- ভারতে মানব অস্তিত্বের প্রাচীনতম চিহ্ন পাওয়া যায় 5,000,000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
- প্যালিওলিথিক যুগের স্থানগুলি ইন্দুস ও গঙ্গার সমতল ভূমি ছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।
- এই যুগের মানুষ ছিল খাদ্যসংগ্রাহক। তারা মিবার করত এবং বুনো ফল ও শাকসবজি সংগ্রহ করত।
- এই সময়ের মানুষ অমসৃণ, অপরিশোধিত, প্রাকৃতিক পাথরের সরঞ্জাম ব্যবহারের করত। তারা গুহা ও শিলস্তরয়ে বাস করত। তাদের কৃষি, আগুন, জ্বালানো ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না।
- তারা প্রধানত হাতকুঠার ; ক্লোভার, চাকু ; স্থাপার এবং বুরিন ব্যবহার করত। এই সরঞ্জামগুলি কোয়ার্টজাইট নামক কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি হত। এজন্য প্যালিওলিথিক মানুষদের 'কোয়ার্টজাইট মানব' বলা হয়।
- এই যুগের শেষের দিকে হোমো স্যাপিয়েন্সের আবির্ভাব ঘটেছিল। যারা প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল।
- জানা গেছে, প্যালিলিথিকা (প্রাচীন প্রস্তর) যুগের মানুষ নেগ্রিটো বর্ণের ছিল।
- ভারতে প্রস্তর যুগকে তিনটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে, পাথরের সরঞ্জামের প্রকৃতির ভিত্তিতে করে প্রাচীন প্রস্তর যুগকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর ; মধ্য প্রাচীন প্রস্তর এবং উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর।
- **মধ্যপুরা প্রস্তর যুগ :** ফ্লেক বা পাতলা খণ্ডের তৈরি পাথরের যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখা যায়, যেমন স্ক্র্যাপারার হাড় এবং ব্লেড জাতীয় যন্ত্র। এই যুগের যন্ত্রপাতি শোন, নর্মদা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর উপত্যকায় পাওয়া গেছে।
- **উচ্চ পুরপ্রস্তর যুগ :** আবহাওয়া উষ্ণ ও কম আর্দ্র হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বুটিন এবং স্ক্র্যাপার ব্যবহার দেখা যায়।

মধ্যপ্রস্তর যুগ (THE MESOLITHIC AGE) (10,000 BCE–7000 BCE)

- এই যুগে আবহাওয়া ও শুষ্ক হয়ে ওঠে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গাছপালা ও প্রাণীর মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং মানুষ নতুন এলাকায় যাওয়া শুরু করে। তখন থেকে আবহাওয়ায় বড়ো পরিবর্তন আর হয়নি।
- মেসোলিথিক যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যন্ত্রপাতিগুলিকে মাইক্রোলিথ বলা হয়। এইগুলি সূক্ষ্ম, অর্ধচন্দ্রকার ব্লেড, স্ক্রেৎপার ইত্যাদি যা পাথরের তৈরি এবং দৈর্ঘ্যে 1 থেকে 5 কিমি।
- মানুষ তখন শিকার করা, মাছ ধরা এবং খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জীবনযাপন করত; পরে তারা গৃহপালিত প্রাণী পালন শুরু করে। প্রথম গৃহপালিত প্রাণীগুলির মধ্যে কুকুর; গরু, ছাগল ও ভেড়া ছিল (প্রথম প্রমাণ আদমগড়, মধ্যপ্রদেশ ও বাগোর, রাজস্থানে পাওয়া গেছে।
- মেসোলিথিক যুগে শিলাচিত্র আঁকার সূচনা হয়। 1867 সালে ভারতের প্রথম শিলাচিত্র আবিষ্কৃত হয় সোহাগিঘাটে (কাইমুর পাহাড় উত্তরপ্রদেশ) বর্তমানে 150-র বেশি মেসোলিথিক শিলাচিত্রের স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের নিদর্শন পাওয়া গেছে; যার মধ্যে মধ্যভারতের ভীমভেটকা গুহা (Bhimbetka Caves) ; খাওয়ার, জাওয়ার এবং কাথোটিয়া (মধ্যপ্রদেশ), সুন্দরগড় ও সম্বলপুর (ওড়িশা) ইজিটু গুহা (কেরালা) উল্লেখযোগ্য। এই গুহাচিত্রে প্রধানত পশুদের ছবি দেখা যায়। যা অধিকাংশ মেসোলিথিক শিলাচিত্র স্থলগুলিতে দেখা যায়।

- ভীমটেকা (মধ্যপ্রদেশ), বাগোরে (রাজস্থানে) মৃতদেহের ইচ্ছাকৃত সমাধির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃতদেহগুলি মাটির নিচে মেশানো অবস্থায় সমাধি দেওয়া হত। এই ধরনের কবর ও গুহাচিত্র থেকে আমরা ধর্মীয় আগের এবং লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন সম্পর্কে জানতে পারি।
- এই যুগের শেষ পর্যায়ে উদ্ভিদ চাষ শুরু হয়। প্রথম যে শস্য চাষ করা হয়েছিল তা হল গম ও যব।
- বিভিন্ন মেসোলিথিক স্থান ছোটোনাগপুর (মালভূমি), মধ্যভারত এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাংশে পাওয়া গেছে।
- বিন্ধ্য পর্বতের বেলান উপত্যকায় প্রাচীন প্রস্তর যুগের তিনটি পর্যায়, মেসোলিথিক এবং নিওলিথিক যুগের ধারাবাহিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। (অনুরূপ) নিদর্শন নর্মদা উপত্যকার মধ্যভাগেও পাওয়া গেছে।

নব্যপ্রস্তর যুগ (THE NEOLITHIC AGE) (1000 BCE–2500 BCE)

- ভারতে নব্য প্রস্তর যুগ 7000 খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে নয় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে কিছু স্থানে এটি 1000 খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- এই সময়ে মানুষ পাথরের উপর নির্ভর করলেও তারা আরও ধারালো; উন্নত এবং পালিশ করা সরঞ্জাম তৈরি করেছিল।
- নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ জমি চাষ করত এবং বার্লি ও রাগি জাতীয় শস্য ফলাত। তারা গুরু, ভেড়া, ছাগল পোষ মানিয়েছিল।
- তারা আগুন এবং মৃৎশিল্প সম্পর্কে জানত। প্রথমে হাতে এবং পরে চাকা ব্যবহার করে তারা মাটির বাসনপত্র তৈরি করত। তারা এই রং করে সাজাত।
- তারা গুহায় বসবাস করত এবং গুহার দেওয়ালে শিকার ও নাচের দৃশ্য অঙ্কন করত। তারা নৌকা তৈরির কৌশলও জানত। এছাড়াও তারা তুলা ও পশম বুনে কাপড় তৈরি করত।
- নব্যপ্রস্তর যুগের শেষপর্বে মানুষ অনেক বেশি স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে। এছাড়া বৃত্তাকার ও আয়তাকার কাঁচা মাটির ও খড়ের তৈরি বাড়ি নির্মিত হতো।
- এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি হল—
  বুরজোহম (মানুষের সঙ্গে কুকুরের দাহ করার প্রমাণ) এবং গুফক্রাল জম্মু ও কাশ্মীর (শস্যাগার, পাথরের সরঞ্জাম ও গোরস্থানের জন্য বিখ্যাত)। কর্ণাটকে মাস্কি, ব্রহ্মগিরি, টেক্কালকোট্টা তামিলনাড়ুর নোয়ামপাল্লি। অন্ধ্রপ্রদেশের পিকালিহাল ও হল্লুর, মেঘালয়ের গারো পাহাড়, বিহারের চিরান্দ ও যেনুয়ার (মেরুদণ্ডের হাড়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে) আমরি, কোটাদিজি ইত্যাদি।
- কোল্ডিহাওয়া উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে তিনটি স্তরের সাংস্কৃতিক ক্রম উন্মোচন করেছে—নব্যপ্রস্তর যুগ, তাম্রপ্রস্তর যুগ এবং লৌহ যুগ।

তাম্রপ্রস্তর যুগ (CHALCOLITHIC AGE) (3000–500 BCE)

- নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে ধাতু ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যার মধ্যে তামা (Copper) ছিল প্রথম। এই যুগে পাথর এবং তামার উপর ভিত্তি করে একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যাকে তাম্ররপ্রস্তর যুগ বলা হয়। (Chalcolithic Age)
- পাথরের সরঞ্জামের পাশাপাশি হাতুড়ি ও অন্যান্য তামার তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হতো।
- তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহার করত ; যার মধ্যে কালো ও লাল মাটির পাত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। এগুলি সাদা রঙ দিয়ে আঁকা থাকত।
- তারা পোড়া ইট চিপত না। সাধারণত খড়ের ছাউনি দেওয়া কাঁচা বাড়িতে বসবাস করত। এটা ছিল একটি গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি।
- তারা মাতৃদেবীর পূজা করত এবং যুদ্ধরত ষাঁড়ের পূজা করত।
- এই যুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ হলো—রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ ; বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি।
- ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাম্প্রপ্রস্তর যুগের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে তবে তার উপর ভিত্তি করে হরপ্পা সংস্কৃতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—(1) পূর্ব হরপ্পা, (2) সমসাময়িক হরপ্পা, (3) পরবর্তী হরপ্পা।
- হরপ্পা অঞ্চলের কিছু পূর্ব হরপ্পা স্তরকে প্রায়ই প্রারম্ভিক হরপ্পা বলা হয়, যাতে প্রাপ্ত সংস্কৃতি প্রাপ্ত বয়স্ক সিন্ধু সভ্যতা থেকে ালাদা করে দেখা যায়। যেমন ; রাজস্থানের কালীবঙ্গান এবং হরিয়ানার বানওয়ালিকে পূর্ব হরপ্পা স্তরের বলে ধরা হয়। কোটদিজি সিন্ধুতে আরেকটি উদাহরণ। মধ্যপ্রদেশ কায়াথা সংস্কৃতি (খ্রিস্টপূর্ব 2000-1800) হরপ্পা সংস্কৃতির কনিষ্ঠ সমসাময়িক। এতে কিছু পূর্ব হরপ্পা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন মাটির পাত্র, কিন্তু এতে হরপ্পা প্রভাবও দেখা যায়। কিছু পরবর্তী হরপ্পা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। তাম্রপ্রস্তর শহরের পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

NOTE

- অমলানন্দ ঘোষ (1965) প্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যিনি প্রাক্-হরপ্পা সংস্কৃতি (যাকে প্রারম্ভিক হরপ্পা সংস্কৃতি বলা হয়) এবং পরিণত হরপ্পান সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন।

- বিভিন্ন অন্যান্য তাম্রাপ্রস্তর সংস্কৃতিগুলি যেগুলি হরপ্পা সংস্কৃতির পরবর্তী সময়ের, ইন্দাস সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়।
- মালওয়া সংস্কৃতি (1700-1200 খ্রিস্টপূর্ব BCE) যা নবদাতোলি, এরান এবং নগদায় পাওয়া গেছে তা অ-হরপ্পান বলে বিবেচিত।
- জোরওয়ে সংস্কৃতি (1400–700 BCE) যা মহারাষ্ট্রের প্রায় পুরো অঞ্চলকে আচ্ছাদিত করে ; শুধুমাত্র বিদর্ভ ও কোঙ্কন বাদে।
- ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে তাম্রপ্রস্তর বসতিগুলি হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এগুলি সাধারণত নব্যপ্রস্তর যুগের বসতির ধারাবাহিকতায় পাওয়া যায়। বিন্ধ্যঞ্চল অঞ্চল, বিহার এবং বাংলাতে তাম্রপ্রস্তর বসতিগুলি হরপ্পা সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত নয়।

■ তাম্রপ্রস্তর ও হরপ্পা সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য

তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি	হরপ্পা সংস্কৃতি
1. এই সংস্কৃতি ছিল প্রধানত গ্রামীণ	1. এই সংস্কৃতি ছিল প্রধানত শহুরে।
2. এই সংস্কৃতিতে বেশিরভাগই তামা ব্যবহার করত।	2. এই সংস্কৃতিতে ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হতো।
3. এই সংস্কৃতির মানুষরা পাহাড়ি এলাকা বা নদীর ধারে বসবাস করত।	3. এই ংস্কৃতির মানুষের সিন্ধু নদীর বন্যার সমভূমিতে উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে নগরায়ন অর্জন করেছিল।

- 1200 খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধুমাত্র জোর হয়ে সংস্কৃতি দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।
- তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির পতনের কারণ হিসাবে বৃষ্টিপাতের হ্রাসকে দায়ী করা হয়, যা খ্রিস্টপূর্ব 1200 সাল থেকে শুরু হয়। কৃষিকাজের জন্য তারা সেই খোঁচা দিয়ে মাটি খুঁড়ত তা কালো মাটিতে ব্যবহারে সমস্যা হতো বিশেষত শুকনো ঋতুতে।
- পূর্বভারতে; বিশেষত লাল মাটির এলাকায় তাম্প্রস্তর যুগের পরে সরাসরি লৌহ যুগ শুরু হয়, কোনো ফাঁক ছাড়াই। এই লৌহ যুগ ধীরে ধীরে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ কৃষক করে তোলে।
- তেমনি দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিতে লৌহ ব্যবহার করে যা পরবর্তীতে মেগালিথিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

সিন্ধু সভ্যতা/হরপ্পা সভ্যতা [Indus Valley Civilization]

- সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা ছিল একটি প্রাচীন সভ্যতা, যা সিন্ধু নদী এবং ঘর্ঘরা-হকরা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। (যা হরিয়ানা ও রাজস্থান এবং হকারা ব্যারেজের নিচে পাকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিকশিত।) এই সভ্যতার আরেক নাম হরপ্পা সভ্যতা। এই সভ্যতার প্রথম আবিস্কৃত শহর হরপ্পা। সেজন্যএই সভ্যতার নাম হরপ্পা হয়েছে।
- এই সভ্যতার আরেকটি নাম সরস্বতী সিন্ধু সভ্যতা, কারণ বেশিরভাগ সিন্ধু সভ্যতার স্থানগুলি ঘঘরা-হকরা নদীর আশেপাশে পাওয়া গেছে।
- 1921 সালে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার কারণ দয়ারাম সাহানি (রাভি নদীর তীরে) 1923 সালে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মহঞ্জেদারো কথার অর্থ মৃতের স্তূপ/মৃতদের পাহাড়। স্যার জন মার্শাল এই দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- এই সভ্যতার অন্তর্ভক্ত 100টিরও বেশি স্থান খনন করে আবিষ্কৃত হয়েছে।
- রেডিও-কার্বন ডেটিং অনুযায়ী এটি বিস্তার লাভ করেছিল 2600-1900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- সামগ্রিকভাবে; এর বিস্তারকে 3টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।
- প্রাথমিক (3300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 2600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।

NOTE

■ চার্লস ম্যাসন (জেমস লুইস ছদ্মনামে) একজন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক ও অন্বেষক ছিলেন, যিনি প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে, (1842 খ্রিস্টাব্দে হরপ্পরার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ও নথিভুক্ত করেন।

- সম্পূর্ণরূপে বিকশিত (2600 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 1900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।
- শেষ হরপ্পা (1900 খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে 1300 খ্রিস্টপূর্বাব্দ)।
- এই যুগের মানুষেরা তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা, সোনার ব্যবহারে জানলেও লোহার ব্যবহার ছিল এদের অজানা।

ভৌগোলিক বিস্তার (GEOGRAPHICAL EXTENT)

- পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্থান, গুজরাট, রাজস্থান এবং পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এটি উত্তরে জম্মুর মান্দা থেকে দক্ষিণে দাইমাবাদ পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বালুচিস্তানের সুতবাগেন্ডোর থেকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের আলমজীরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
- পাকিস্থানের প্রধান প্রধান স্থানগুলি হল : (বর্তমানে) হরপ্পা (রাভি নদীর তীরে, পশ্চিম পাঞ্জাবে), মহেঞ্জোদারো (সিন্ধু নদীর তীরে), চানহুদারো (সিন্ধু)।

ভারতে প্রধান স্থানগুলি হল :

- লোথাল, রংপুর এবং সুরকোটাভা (গুজরাট)।
- কালীবঙ্গন (রাজস্থান)।
- বানওয়ালি (হরিয়ানা)।
- আলমগীরপুর (পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ)।
- হরিয়ানার হিসার জেলার রাখিগড়ি হল বৃহত্তম হরপ্পা স্থান।
- তারপরেই রয়েছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো।

নগর পরিকল্পনা (TOWN PLANNING)

- হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি গ্রিড পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। (বানওয়ালি বাদে)। রাস্তাগুলি ভালোভাবে শহরকে আয়তকার বা বর্গাকার ব্লকে ভাগ করত। রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ল্যাম্পপোস্ট থাকত, যা বৈদ্যুতিক আলো থাকার প্রমাণ দেয়। রাস্তার পাশে গলি ও উপগলি ধার বরাবর ভালোভাবে পরিকল্পিত বাড়ি ছিল।
- ভালো মানের পোড়া ইট ব্যবহার করা হত নির্মাণ উপকরণ হিসাবে। (অন্যত্র, সমসাময়িক বিশ্বে কাঁচা ইট ব্যবহৃত হত)।
- বাড়িগুলো প্রায়ই দুই বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট হত, আকারে বৈচিত্র্য ছিল, কিন্তু ছিল বেশ একঘেয়ে একই ধরনের। একটি চতুস্কোণ উঠোনের চারপাশে ঘরগুলো ছিল। ঘরগুলোর জানালা বা দরজা রাস্তায় মুখ করে ছিল না হরপ্পা ও লোথাল ব্যতিক্রম, যেখানে মূল রাস্তার দিকেই বাড়ির প্রবেশপথ ছিল।) ঘরগুলোতে ছিল টাইলস বসনো বাথরুম (টয়লেট ও গোসালের জন্য আলাদা স্থান ছিল।)
- ছাদ ও উপরের তলার বাথরুম থেকে পানি বন্ধ পাইপের মাধ্যমে বা খোলা চ্যানেলের মাধ্যমে রাস্তার দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। এই পাইপগুলো ছিল পোড়ামাটির (টেরাকোটা)।
- ইটের অনুপাত ছিল একরকম—1 : 2 : 4 (গুরুত্ব : প্রস্থ : দৈর্ঘ্য)। গড় ইটের আকারেও এই অভিনেতা দেখা যেত। ইট বসানোর জন্য ব্যবহিত হতো ইন্টারলকিং প্যাটার্ন।
- ভালো ড্রেন ব্যবস্থা (বানওয়লি বাদে) ড্রেনগুলো তৈরি হতো চুন, মর্টার ও জিপসাম দিয়ে এবং উপবিভাগ বড়ো ইটের স্ল্যাব বসানো হতো, যাতে সহজে পরিষ্কার করা যায়। এটি স্বাস্থ্য ও সচেতনতার প্রকাশ করে।
- শহরগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হতো—উপরের অংশ বা সিটাডেল এবং নিচের নিম্ন এলাকায় নামে পরিচিতি। উদাহরণ হরপ্পা। ব্যতিক্রম ছিল চানহুদারো যেখানে সিটাডেল ছিল না। সিটাডেল ছিল একটি কৃত্রিম প্ল্যাটফর্ম, যা ছিল 30-50 ফুট উঁচু এবং 200-400 গজ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি ঘেরা ছিল 13 মিটার পুরু কাদামাটির প্রাচীর দ্বারা।
- জনসাধারণের ভবন, শস্যগোলা, গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা এবং ধর্মীয় ভবনগুলো যেখানে ছিল। নিচের অংশে বসবাস করত। কালিঙ্গান, ধোলাভিরা এবং লোথালে নিচের শহরটিও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল।
- মহেঞ্জোদারোতে, একটি বড়ো জনসাধারণের স্নানাগার (গ্রেট বাথ) পাওয়া গেছে, যার মাপ 12 মিটার 7 মিটার এবং 2.4 মিটার গভীর। স্নানাগারের উভয় দিক থেকে সিঁড়ি জলের তলা পর্যন্ত গেছে, পাশেই ছিল পোশাক পাল্টানোর ঘর। এটি সম্ভবত ধর্মীয় স্নানের জন্য ব্যবহৃত হত।

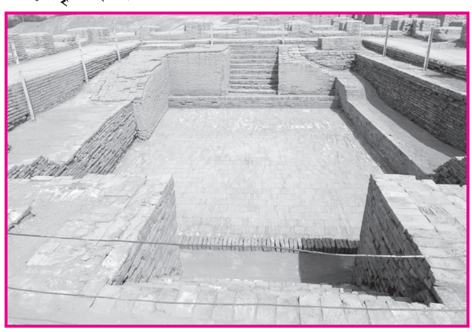

MOHENJODARO'S GREAT BATH

- তবে মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো কাঠামোটি হল একটি শস্যগোলা (45.71 মিটার/15.23 মিটার)।
- ধোলভিরা যা গুজরাটের কচ্ছের রনে অবস্থিত, এটি ভারতে (রাখিগাড়ির পর) দ্বিতীয় বৃহত্তম হরপ্পা স্থল। ধোলাভিরার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর (water management system) সম্পর্কিত ব্যবহার যেখানে জলের একটি প্রধান উৎস ছিল বসতির বাইরে থাকা দুটি মৌসুমি জলধারা। এই দুইটি জলধারাকে বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল এবং সমস্ত জল বসতির মধ্যে প্রবাহিত করা হয়েছিল। খননকার্য থেকে জানা যায় যে শহরটি তিনটিভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি অংশে ছিল ভূগর্ভস্থ জলধারা এবং যেগুলি ভূগর্ভস্থ জল চ্যানেলের মাধ্যমে যুক্ত ছিল।

■ খননকার্য ও খননকারী Excavations And Excavators

সুটকাজেনদোর	দাস্ট	1927	স্যার আরলেস্টাইন
আমরি	সিন্ধু	1929	এন. জি. মুজমদার
চানুহুদারো	সিন্ধু	1931	এন. জি. মজুমদার
রংপুর	মাহার	1931-53	এম. এস. ভাট, বি. বি. লাল এস. আর. রাও
রোপার	সুতলেজ	1953	ওয়াই. ডি. শর্মা (ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী কালে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খননকারী।)
লোথাল	ভোগওয়া	1954	এস. আর রাও
কোটদিজি	সিন্ধু	1955	ফজল আহমেদ খান
আলমগিরপুর	হিন্দন	1958	ওয়াই. ডি. শর্মা
কালীবঙ্গান	ঘর্ঘরা	1961	বি. বি. লাল এবং বি. কে. থাপার
সুরকোডাটা	—	1972	জগপতি জোশী
বানওয়ালি	ঘর্ঘরা	1973	আর. এস. ব্রিস্ট
ধোলাভিরা	কচ্ছের রান	1990	আর. এস. ব্রিস্ট

Sites of Harappan Civilization

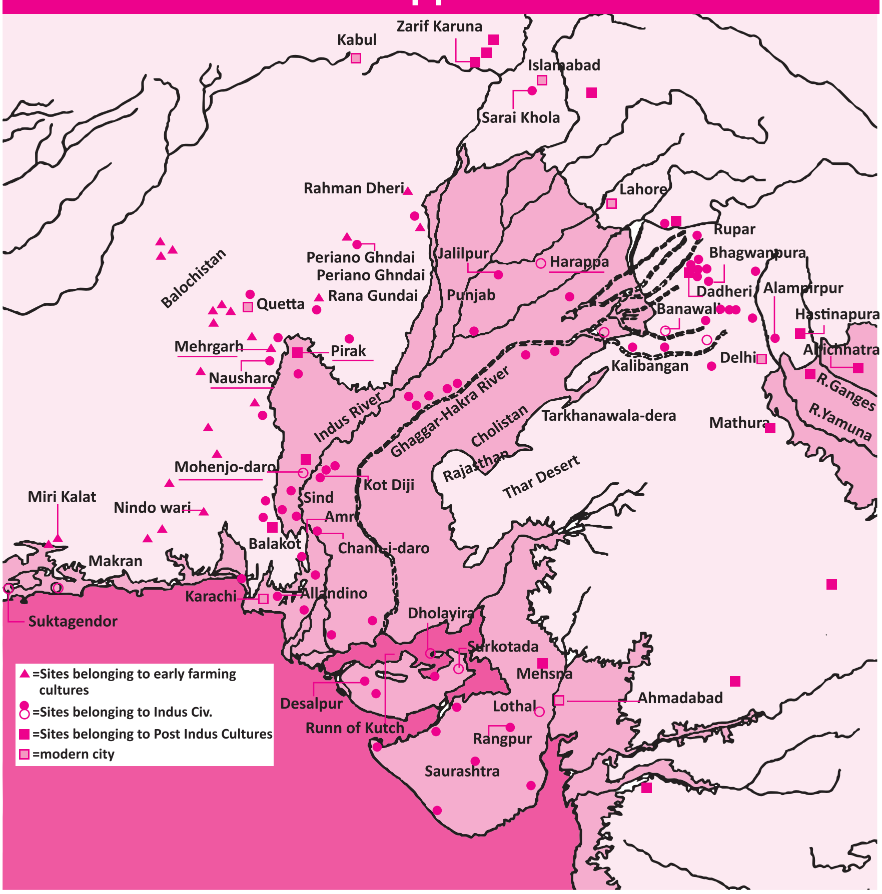

অর্থনৈতিক (ECONOMIC LIFE)

কৃষি (AGRICULTURE)

- সিন্ধু সভ্যতার মানুষরা নভেম্বর মাসে বন্যা সমভূমিতে বীজ বপন করত ; যখন বন্যার জল মরে যেত। এরপর তারা এপ্রিল মাসে গম এবং যব কাটত, পরবর্তী বন্যার আগেই ফসল সংগ্রহ করে ফেলত।
- গম, যব, সরিষা, মটর, মসুর, ছোলা, তিল, চাল (লোথাল ও রংপুরে তুলা, খেজুর, তরমুজ ইত্যাদি ফলানো হতো। সিন্ধু সভ্যতার মানুষরাই প্রথম তুলা উৎপাদন করেছিল।
- কালীবঙ্গানের মাঠে কাঠের হাল দিয়ে চাষ হতো (বানওয়ালিতে টেরাকোটার হাল পাওয়া গেছে)।
- বৃহৎ পরিসরে পশুপালন হতো। গরু, মহিষ, ভেড়া, শুকর, ছাগল, বিড়াল ও কুকুর পোষা হতো। ঘোড়ার ব্যবহার নিয়মিত ছিল না, কিন্তু হাতি ব্যবহৃত হতো। সুরকোতাদা থেকে ঘোড়ার এবং ধোপার থেকে মানুষের সঙ্গে কুকুরের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে।
- খাদ্য উৎপাদন এতটাই ছিল যে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো যেত।
- খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য গুদামঘর ছিল হরপ্পার সবচেয়ে বড়ো গুদামঘর পাওয়া গেছে।

বাণিজ্য ও বাণিজ্য ব্যবস্থা (TRADE AND COMMERCE)

- অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ভালোভাবে সংগঠিত ছিল। তৎকালীন সময়ে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার হতো না বণিজ্য হতো বিনিময়প্রথার মাধ্যমে।
- লোথালে পাওয়া নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল ওজন ও মাপ ব্যবস্থাও ছিল।
- ওজনের পাথর মূলত চার্ট, লাইসস্টোন, স্টিয়াটাইট দিয়ে তৈরি ছিল এবং এগুলো সাধারণত ঘনক আকৃতির হতো।
- ওজনের ক্রম ছিল 1, 2, 4, 8 থেকে 64 পর্যন্ত দ্বিগুণ হারে এবং পরে 16-এর গুণিতকে।
- আগুন-পাথর দিয়ে তৈরি যন্ত্র, ঝিনুকের কাজ, চুড়ি তৈরি, মৃৎশিল্প ইত্যাদি চর্চা করা হত। কাঁচামাল বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা হতো—
  - **সোনা :** উত্তর কর্ণাটক (বোলার, অনন্তপুর)
  - **রূপা ও ল্যাপিস-লাজুলি :** আফগানিস্থান ও ইরান
  - **তামা :** খেত্রী ও বালুচিস্তান।
- চানহুদারো ও লোথালে পুঁতির কারখানা ছিল। পুঁতি রপ্তানির কেন্দ্র ছিল। এগুলি কর্নেলিয়ান ও স্টিয়াটাইট দিয়ে তৈরি হতো।
- নাগেশ্বর ও বালাকোট (উভয়ই উপকূলবর্তী) ঝিনুকের জিনিস তৈরির কেন্দ্র ছিল।
- লোথালে একটি ডকইয়ার্ড (জাহাজঘাটা) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা ভোগাবর নদীর মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। রংপুর, সোমনাথ ও বালাকোট বন্দর হিসাবে কাজ করত। সুটকাজেন্দোর ও সুতকোহ ছিল রপ্তানির কেন্দ্র।
- স্থলপথে ব্যবহার করা হতো ষাঁড় টানা গাড়ি।
- প্রতিটি বণিক বা ব্যবসায়ী পরিবার সম্ভবত একটি সীলমোহর ব্যবহার করত যার উপর একটি ধর্মীয় প্রতীক ও নাম খোদাই থাকত এছাড়া সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় একপাশে। আদর্শ হরপ্পা সিল ছিল একটি বর্গাকার বা আয়তকার ফলক যা স্টিয়াটাইট পাথর দিয়ে তৈরি হতো। সিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্ভব সম্পত্তির মালিকানা চিহ্নিত করা, তবে এগুলো তাবিজ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 2350 সাল থেকে মেসোপটেমিয়ান নথিতে মেলুহার (যা সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন নাম) সঙ্গে বাণিজ্যিকসম্পর্কেরউল্লেখপাওয়াযায়।হরপ্পারসিলওঅন্যান্য সামগ্রী মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গেছে। তারা ঘুমের (আধুনিক দক্ষিণ ইরাক) মিশর ও বাহরিনের সাথেও বাণিজ্য করত।

HARAPPAN SEALS

শিল্প ও কারুশিল্প (ART AND CRAFT)

- হরপ্পা সভ্যতা ছিল একটি ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
- ব্রোঞ্জ তৈরি হতো টিন ও তামা মিশিয়ে। যন্ত্রপাতিগুলি সাধারণত (তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হতো)। ব্রোঞ্জ ও তামা পাওয়া যেত রাজস্থানের ক্ষেত্রি থেকে, টিন পাওয়া যেত আফগানিস্থান থেকে।
- শীতকালে ব্যবহৃত হত তুলোর কাপড়।
- সোনা, রূপা, তামা ব্রোঞ্জ মূল্যবান পাথর ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই অলঙ্কার করতেন। ভারী নেকলেস, কানের দুল, চুড়ি আঙুলের আংটি-কোমার বন্ধনী, নাকের নত এবং পায়ের নূপুর প্রচলিত ছিল।
- কুমোরের চাকা ব্যবহার করা হত। তাদের মৃৎপাত্র লাল বা কালো রঙের হত। পাশা খেলা তাদের বিনোদনের প্রিয় বিষয় ছিল।

- তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি ছিল সীল খোদাই (Seal gravings), তাদের সীলে বিশেষত পশুদের মধ্যে (বলদ, গণ্ডার, হাতি ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

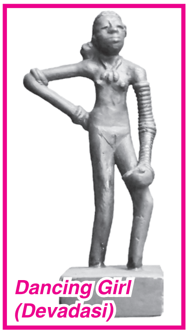
Dancing Girl (Devadasi)

- ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি হত 'হারানো মোম কৌশল' (Lost Wax technique) ব্যবহার করে। হরপ্পায় প্রাপ্ত এক পুরুষের লাল বালি পাথরের মূর্তি তার বাস্তবতায় অত্যন্ত চমকপ্রদ। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্রোঞ্জের মূর্তিটি মহেনজোদারোতে পাওয়া গেছে যেটি হল "নৃত্যরত মেয়ে" (দেবদাসী)।
- শিশুদের (দেবদাসী হিসাবে চিহ্নিত) মূর্তি।
- শিশুদের জন্য তারা খেলনা তৈরি করত যেমন নড়াচড়া করা মাথাওয়ালা খেলনা গরু, দড়ির্ উপর বানর, ছোটো খেলনার গাড়ি ও পাখির মতো বাঁশি—সবই মাটির তৈরি।

রাজনৈতিক সংগঠন (POLITICAL ORGANIZATION)

- সিন্ধু সভ্যতার মানুষের রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে কোনো ধারনা ছিল না। তারা বেশি অস্ত্র বহন করত না, যা নির্দেশ করে যে তাদের কোনো কার্যকর যুদ্ধবাজ শ্রেণি ছিল না। তারা বাণিজ্যে বেশি মনোযোগী ছিল এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা শাসিত ছিল।
- এছাড়াও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দেখভালের জন্য একটি পৌরসংস্থার মত কিছু ছিল।

ধর্মীয় জীবন (RELIGIOUS LIFE)

- কোনো মন্দির আবিষ্কৃত হয়নি, তবে মাটির তৈরি নারী মূর্তি পাওয়া গেছে। হরপ্পায় একটি মূর্তিতে দেখা যায়, এক নারীর গর্ভ থেকে একটি গাছ গজিয়ে উঠেছে। তাই হরপ্পাবাসীরা পৃথিবীকে উর্বরতার দেবী (মাতৃদেবী) হিসাবে পূজা করত। যেমনভাবে মিশরীয়রা নাইল দেবী আইসিসকে উপাসনা করত।
- পুরুষ দেবতাকে একটি সিলমোহরে তিনটি শৃঙ্গাবিশিষ্ট মাথাসহ যোগীর আসনে বসা অবস্থায় চিত্রিত করা হয়েছে, যাকে পশুপতি শিব (মহাদেব) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি একটি হাতি, একটি বাঘ এবং একটি গণ্ডার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তার সিংহাসনের নিচে একটি মহিষ রয়েছে। তার পায়ের কাছে দুটি হরিণ দেখা যায়।
- লিঙ্গাম (lingam) ও যোনি (yoni) পূজা প্রচলিত ছিল।
- অনেক গাছ (পিপল), প্রাণী (ষাঁড়), সাপ, পাখি (ডোঙ), কুকুর এবং পাথর পূজিত হতো। ইউনিকর্নও পূজিত হতো। তবে কোনও মন্দির পাওয়া যায়নি, যদিও মূর্তিপূজা করা হতো।
- কালিবঙ্গান ও লোথালে অগ্নিবেদী পাওয়া গেছে।
- যদিও মৃতদেহ নিস্পত্তি নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ নেই ধারনা করা হয় যে মৃতদেহ নিস্পত্তির বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল—সম্পূর্ণ দাহ, দাহের পরে ছাই সমাহিতকরণ। ছাই, হাড় ও কয়লা সহ মৃতদেহের পাত্র পাওয়া গেছে যা ইঙ্গিত দেয় যে সিন্ধু সভ্যতার উন্নতির সময় চতুর্থ পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহার করা হতো।
- হরপ্পাতে একটি জায়গায় কফিন সমাধির প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বৈত সমাধির প্রমাণও লোথাল ও কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে।
- মানুষ সম্ভবত ভূত ও আত্মার উপর বিশ্বাস করত। মৃতদেহগুলি উত্তর-দক্ষিণ দিকে স্থাপন করা হতো।

লিপি (SCRIPT)

- লিপিটি বর্ণমালা নয় বরং চিত্রলিপি (প্রায় 600 অপঠিত চিত্রলিপি)।
- লিপিটি এখনো পাঠোদ্ধার করা যায়নি তবে অক্ষরগুলোর গঠন দেখে বোঝা যায় এটি প্রথম লাইন ডান থেকে বামে এবং দ্বিতীয় লাইন বাম থেকে ডানে লেখা হতো। এই লেখার ধরনকে বলে 'বুস্টোফেডন'।

Harappan Script

হরপ্পা সভ্যতা র গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ (IMPORTANT HARAPPAN SITES)

হরপ্পা (Harappa)

- এই স্থানে খননের ফলে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট আবিষ্কারগুলো পাওয়া গেছে :
  - ছয়টি শস্যভাণ্ডারের দুটি সারি পাকা ইটের মঞ্চসহ 12টি শস্যভান্ডার একত্রে মহেঞ্জোদারোর 'বৃহৎ শস্যভান্ডার' নামে পরিচিত।
  - বাফিন সমাধি এবং "এইচ" সংস্কৃতির কবরস্থানের প্রমাণ (একটি পাত্রের টুকরোর দুটি হরিণ এবং এক শিকারির ছবি পওয়া গেছে, যা একটি কবরস্থান থেকে পাওয়া গেছে।)
  - এক কক্ষবিশিষ্ট সেনানিবাস।
  - মেসোপটেমিয়ার সাথে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ।
  - লাল বেলেপাথরের পুরুষমূর্তি।

- নারীর যৌনাঙ্গে পাথরের প্রতীক।
- প্রধান সড়কের দিকে মুখ করে থাকা ঘরবাড়ি।

মহেঞ্জোদারো (Mohenjodaro)

- মহেঞ্জোদারোতে খননের ফলে পাওয়া কিছু নির্দিষ্ট আবিষ্কার :
  - একটি কলেজ, একটি বহু স্তম্ভবিশিষ্ট সভাগৃহ।
  - বৃহৎ স্নানাগর (জনসাধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর)।
  - একটি বিশাল শস্যভান্ডার আছে। (মহেঞ্জোদারোর সবচেয়ে বড়ো ভবন)।
  - উলের সুতো ও সূচসহ কোনো কোনো তুলার কাপড়ের টুকরো।
  - ঘোড়ার আংশিক প্রমাণ।
  - মেসোপটেমিয়ার উৎস সম্পর্কিত পাথরের পাত্রের টুকরো (তিনটি নলাকৃতি সিল পাওয়া গেছে)।
  - একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যরত মেয়ে, এক কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়।
  - কিছু বাসিন্দার সহিংস মৃত্যুর প্রমাণ (মানব কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া গেছে)।
  - একটি সিল যাতে মাতৃদেবীর চিত্র রয়েছে, যার গর্ভে একটি গাছ বেড়ে উঠেছে এবং এক নারীকে এক পুরুষ দ্বারা বলি দেওয়া হচ্ছে; পুরুষটির হাতে একটি ছুরি আছে।
  - একটি দাড়িওয়ালা পুরুষ।
  - একটি সিল যাতে পশুপতি মহাদেবের চিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কালিবঙ্গান (Kalibangan)

- কালিবঙ্গান ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ হরপ্পার শহর। 'কালিবঙ্গান' শব্দের অর্থ 'কালো বালা'/'কালো চুড়ি'। প্রাথমিক খননে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল একটি চাষের ক্ষেত। পরবর্তী খননে কালিবঙ্গানে আরও কিছু নির্দিষ্ট আবিষ্কার হয়।
  - একটি কাঠের লাঙল।
  - একটি মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে সাতটি 'অগ্নিবেদি' যা বলিপ্রথার উপস্থিতি নির্দেশ করে।
  - সিটাডেল ও নিচের শহর ঘিরে শক্ত পাকা ইটের দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ (লোথালের পরে দ্বিতীয় হরপ্পা স্থানে নিচের শহরটি ঘেরা ছিল।
  - উটের হাড়।
  - একটি পাথর বসানো মেঝে যেখানে বৃত্তাকার নকশার ছেদ রয়েছে।
  - দুই ধরনের সমাধির প্রমাণ (ক) বৃত্তাকার কবর, (খ) আয়তকার কবর।
  - দ্বৈত সমাধি।

লোথাল (Lothal)

- লোথাল ছিল হরপ্পা সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। লোথালের শহর পরিকল্পনা ছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে ভিন্ন। শহরটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ভাগ ছিল পোড়া ইটের উপর একটি প্রশস্ত মঞ্চে নির্মিত। প্রতিটি মঞ্চ ছিল 12 থেকে 20 ফুট চওড়া রাস্তা দিয়ে পৃথক করা। লোথালে খননের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট আবিষ্কার পাওয়া গেছে যেমন—
  - ধানের তুষের অবশিষ্টাংশ (হরপ্পার মধ্যে একমাত্র শহর যেখানে ধানের তুষ পাওয়া গেছে, রংপুর আহমেদাবাদের কাছে।)
  - একটি কৃত্রিম জাহাজঘাটা।
  - সন্দেহজনক এক টেরাকোটার ঘোড়ার মূর্তি।
  - কিছু সীলের উপর কাপড়ের ছাপ।
  - মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ।
  - মুখ্য রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত প্রবেশপথ যুক্ত ঘর (অন্যান্য হরপ্পা শহরের ঘরগুলোতে পার্শ্ব প্রবেশপথ ছিল)।
  - একটি সীলের উপর নকশা করা জাহাজ।
  - একটি টেরাকোটার জাহাজ।
  - একটি পাত্রে ''পঞ্চতন্ত্রে'' বর্ণিত চালানা শিয়ালের গল্পের মতো একটি চিত্রাঙ্কন।
  - দ্বৈত সমাধির প্রমাণ (একটি কবরে একটি পুরুষ ও একটি মহিলাকে কবর দেওয়া)।
  - আধুনিক দাবা খেলার মতো একটি খেলার প্রমাণ।
  - 180°, 90° ও 45° কোণ পরিমাপের একটি যন্ত্র (যা আধুনিক কম্পাসকে নির্দেশ করে)।

চানহুদারো (Chanhu-Daro)

- চানহুদারোতে খননকার্যের ফলে তিনটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে নিম্নতম থেকে উপরের দিকে যথাক্রমে সিন্ধু সভ্যতা, ঝুকার সংস্কৃতি এবং ঝঙ্কার সংস্কৃতি। এই স্থানটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে বিভিন্ন কারখানার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই কারখানাগুলো সিলমোহর, খেলনা ও হাড়ের সরঞ্জাম তৈরি করত। এটি একমাত্র হরপ্পা নগর ছিল যেখানে দুর্গ ছিল না। চানহুদারোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে বলদগাড়ি ও এক্কাগাড়ির ব্রোঞ্জ নির্মিত মডেল ; একটি কালিপাত্র, একটি হাতি ও একটি কুকুরের পায়ের ছাপ যেটি একটি বিড়ালকে তাড়া করছে।

কোটদিজি (Kot-Diji)

- কোটদিজিকে সাধারণত একটি প্রাক্-হরপ্পা স্থান হিসাবে ধরা হয়। এটি একটি প্রাক্-হরপ্পা দুর্গবেষ্টিত বসতির ধারনা দেয়। বাড়িগুলো পাথরের তৈরি ছিল। কোটদিজির ধ্বংসাবশেষ ইঙ্গিত দেয় যে এই শহরটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়

সহস্রাব্দের প্রমার্ধে অস্তিতে ছিল। খননকার্যে জানা গেছে যে শহরটি আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরি (Amri)

- আমরিও একটি প্রাক্ হরপ্পান স্থান যেখানে বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে এতে প্রাক্ হরপ্পা পর্যায়ের দুর্গ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। আমরির একটি উল্লেখ যোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রাক্ হরপ্পা এবং উত্তর হরপ্পা পর্যায়ের মধ্যবর্তী একটি রূপান্তরকালীন সংস্কৃতির অস্তিত্ব নির্দেশ করে। আমরির গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে গন্ডারের প্রকৃত হাড়, ঝঙ্কার সংস্কৃতির চিহ্ন এবং উত্তর হরপ্পা স্তরের আগুনের বেদি।

রোপার (Ropar)

- রোপার একটি হরপ্পা যেখানে প্রাক্ হরপ্পা এবং হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। রোপারের স্থানগুলো প্রধানত পাথর ও মাটির ছিল। এই স্থান থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে মাটির পাত্র, অলঙ্কার, তামার কুঠার, চার্ট ব্লেড, টেরাকোটার ব্লেড, একটি খোদাই করা সিল যেখানে সিন্ধু লিপির চিহ্ন রয়েছে, বেশ কয়েকটি সমাধি যেগুলি ডিম্বাকৃতি গর্তে রাখা হয়েছিল এবং একটি আয়তকার কাদামাটির ইটের কক্ষ। যেখানে একটি কুকুরকে মানুষের কবরের নিচে কবর দেওয়া হয়েছিল (যদিও এই প্রথাটি কাশ্মীরের বুর্জহোমে প্রচলিত ছিল, এটি হরপ্পা পরিপ্রেক্ষিতে বিরল।)

বানওয়ালি (Banwali)

- বানওয়ালি হরিয়ানার হিসার জেলায় অবস্থিত। এই সংস্কৃতির দুটি ধাপ—(i) প্রাক্ হরপ্পা এবং (ii) হরপ্পা। শহর পরিকল্পনা দাবার ছক বা জাল ধরন সবসময় অন্যান্য হরপ্পা স্থানের মতো অনুসরণ করা হয়নি। রাস্তাগুলো সবসময় সোজা ছিল না এবং রাস্তাগুলি কোণাকুণি কাটা ছিল। এটি হরপ্পা সভ্যতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সংগঠিত নিকাশী ব্যবস্থাও ছিল না। খননে উচ্চমানের যব পাওয়া গেছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রিক আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে মৃৎপাত্র, স্টিয়াটাইট সিল, পোড়ামাটির নাঙল এবং হরপ্পা লিপিযুক্ত কিছু পোড়ামাটির সিলিং।

সুটকাগেনদোর (Sutkagendor)

- সুতকাগেনদোর যা পাকিস্থানের বেলুচিস্থানে মোকরান উপকূলের দাস্ট উপত্যকায় অবস্থিত; একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর ছিল। এটি ছিল সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে পশ্চিমাঞ্চলের স্থান। সুতকাগেনদোর খননে শহরের দ্বিভাগ দেখা গেছে। দুর্গ এলাকা ও নিচু এলাকা। বলা হয় যে সুতাগেনদোর আসলে একটি বন্দর ছিল যা পরবর্তীকালে উপকূলীয় উত্থানের ফলে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অবসান/পতন (END/DECAY)

- খ্রিস্টপূর্ব উনিশ শতকে হরপ্পা ও মহোঞ্জাদোরোর অবসান ঘটে। তবে হরপ্পা সংস্কৃতি অন্যান্য স্থানে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে এবং গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের প্রান্তবর্তী এলাকায় খ্রিস্টপূর্ব 1500 সাল পর্যন্ত টিকে ছিল।
- পতনের প্রকৃত কারণ এখনো বিতর্কিত। তবে সম্ভব্য পতনের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে :
  (1) সিন্ধু নদীতে বারবার বন্যা।
  (2) 900 বছরের দীর্ঘ খরা।
  (3) ভূমিকম্প।
  (4) সিন্ধু নদীর গতিপথ পরিবর্তন।
  (5) মাটির উর্বরতা হ্রাস।
  (6) স্থল ও সমুদ্রপথে মেসোপটেমিয়ার সাথে দীর্ঘ দূরত্বের বাণিজ্যের সমাপ্তি।
  (7) প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব।
  (8) সামাজিক ভাঙন।
  (9) আর্যদের আক্রমণ ইত্যাদি। (সবচেয়ে দুর্বল কারণ)

বৈদিক যুগ : আর্য [Vedic Period : The Aryans]

- অনেক ইতিহাসবিদ আর্যদের মূল স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন। তবে ম্যাক্সমূলার প্রদত্ত মধ্য এশিয়া তত্ত্বটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।
- বোগাজকোই শিলালিপি (এশিয়া মাইনর, বর্তমান তুরস্ক যেখানে চারটি বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ মিত্র ও নাসাত্যদের নাম পাওয়া যায়, যেটি মধ্য এশিয়া তত্ত্বকে আর্যদের আদিনিবাস হিসাবে প্রমাণ করে।
- মুলারের মতে, আর্যরা ছিল আধা-যাযাবর পশুপালক জনগোষ্ঠী যারা মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের আশেপাশের অঞ্চল থেকে আগত।
- তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল সম্ভবত খাইবার গিরিপথ (হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণি) দিয়ে, আনুমানিক 1500 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
- ইরানের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্থা' আর্যদের ইরান হয়ে ভারতে আগমনের ইঙ্গিত দেয়।
- বেদের মধ্যে আর্যদের আরসেটিক (Arctic) নিবাস নামে বালগঙ্গাধর তিলকের একটি তত্ত্ব রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যে আর্যরা উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে এসেছিল, স্বামী দয়ানন্দ বলেছেন, তিব্বতই আর্যদের আদি নিবাস।

আদি বৈদিক বা ঋকবৈদিক যুগ (EARLY VEDIC/RIGVEDIC PERIOD)

অঞ্চল (REGION)

- আদি আর্যরা পূর্ব আফগানিস্থান, আধুনিক পাকিস্থান পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলটিকে বলা হয় সপ্তসিন্ধু ভূমি' বা সিন্ধব (যার অর্থ সিন্ধু ও তার পাঁচটি উপনদী এবং সরস্বতী)।

রাজনৈতিক সংগঠন (POLITICAL ORGANIZATION)

- এটি একটি রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ছিল। উপজাতিকে বলা হতো জন এবং এর রাজাকে বলা হতো রাজান। রাজন ছিলেন যুদ্ধের নেতা ও উপজাতির রক্ষক। তাঁর পদটি বংশানুক্রমিক ছিল না; বরং গোত্রের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন (সমিতি দ্বারা) রাজন ছিলেন না একজন সর্বময় শাসক কারণ গোত্র পরিচালনার দায়িত্ব কিছুটা উপজাতীয় পরিষদের যেমন সভা, সমিতি, গর্গ ও বিধাতা।
- জ্ঞানী ও নীতিবান উপজাতির সদস্যরা সভা (প্রবীণদের পরিষদ)-তে অংশগ্রহণ করতে পারতেন, যা বিচারিক কার্য সম্পাদন করত। নারীরাও এতে অংশ নিতে পারতেন। অন্যদিকে সকল উপজাতির পুরুষ সদস্য সমিতিতে অংশ দিতে পারতেন যার প্রধান কাজ ছিল রাজনকে নির্বাচন ও পুনঃনির্বাচন করা।
- অনেক গোষ্ঠী (বিশ) মিলে একটি গোত্র গঠন করত। সমাজের মৌলিক একক ছিল কুল বা পরিবার এবং কুলপতি ছিলেন পরিবারের প্রধান।
- রাজাকে সহায়তা করত একাধিক কর্মকর্তা, যার মধ্যে পুরোহিত ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিল সেনানী (সেনাপতি), যদিও নিয়মিত বা স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না। আর্যদের যুদ্ধ কৌশল ছিল অনেক উন্নত। আর্যরা সর্বত্র সফল হয়েছিল কারণ তারা ঘোড়ার টানা রথ ব্যবহার করত।
- রাজস্ব সংগ্রহের কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না এবং রাজ্যটি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। বলি-প্রজাদের $^1/_6$ ভাগ কৃষিপণ্য রাজাকে দিতে হতো অথবা যুদ্ধজয়ী লুটের অংশ হিসাবে দিতে হতো।
- গ্রামগুলো (গ্রাম) ছিল গ্রামীণ-এর নেতৃত্বে যারা সভা ও সমিতিতে গ্রামের প্রতিনিধি হতো, পরবর্তীতে গ্রামীণের দায়িত্ব ব্রজপতির হাতে হস্তান্তর করা হয়, যিনি চরনভূমির উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করতেন।

সামাজিক জীবন (SOCIAL LIFE)

- যখন আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে তখন তাদের গোষ্ঠীগত কাঠামো ইতিমধ্যে বর্ণভিত্তিক বিভাজন ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে বসতি স্থাপন করার পর; আর্যরা বিশুদ্ধ রক্ত নিয়ে আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন আরও শক্ত হয়। 'দাস' যারা সমাজে স্থান পায়নি এবং যেসব আর্যরা দাসদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল; তাদের সন্তানদের দাস হিসাবে বিবেচনা করা হতো এবং তারা দাসদের মতো জীবনযাপন করত। ক্রমে গোত্র সমাজ চারভাগে বিভক্ত হয় যোদ্ধা ; পুরোহিত, সাধারণ মানুষ এবং পরবর্তীতে যুক্ত হয় চতুর্থ—দাস বা শূদ্র।
- 'বর্ণ' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। রঙ বোঝা ব্যবহার করা হতো। আর্যরা ছিল ফর্সা আর দাসরা ছিল কালো।
- পরিবার (কুল) ছিল সমাজের মৌলিক একক। পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক (পুরুষ প্রধান)। তবে নারীরা পুরুষদের সমান ক্ষমতা ভোগ করত। বিবাহ সাধারণত একগামী (একজন সঙ্গীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল, তবে কিছুক্ষেত্রে বহুবিবাহ (একজন নারীর একাধিক স্বামী) নিয়োগ প্রথা (ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ) এবং বিধবা বিবাহের উদাহরণও ছিল। শিশুবিবাহের কোনো উদাহরণ নেই। বিবাহযোগ্য বয়স ছিল 16 এবং 17 বছর।
- 'আর্য' শব্দটি এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হতো যাকে সম্মান করা হতো।
- আর্যরা সোম সুরা খাদ্য এবং পোশাক ভালোবাসত। বলি দেওয়ার সময় সোমরস পান করা হতো। এটি ধর্মীয়ভাবে পবিত্র ছিল। সুরা ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং বেশি প্রভাবশালী সেটিকে যাজকরা অপছন্দ করত।
- ছেলেমেয়ে উভয়েই শিলা লাভ রতে পারত। গুরুকূলে ছাত্ররা পেশাগত ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেত।
- সমাজ ছিল সমতাভিত্তিক।
- লোকেরা তুলো পশম ও পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরত। এই পোশাকগুলোকে বলা হতো। নিভি, বসন, অধিরাসম, দ্রাপি ইত্যাদি।
- আর্যরা সংগীত ভালোবাসত এবং বাঁশি, বীণা, লুট বাজাত। গান ও নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং নৃত্যরত মেয়েদের কথাও বলা হয়েছে।
- লোকেরা জুয়া লেখা উপভোগ করত। তারা কথদৌড় উপভোগ করত। নারী-পুরুষ উভয়েই গহনা পরত।

অর্থনীতি (ECONOMY)

- তাদের ব্রোঞ্জের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল, যারা সরঞ্জাম এবং অস্ত্র তৈরি করত, যেগুলো হরপ্পা সংস্কৃতির চেয়ে উন্নত ছিল। সেখানে কাঠমিস্ত্রি, তাঁতি, মুচি, কুমোর ইত্যাদি শিল্পীরা ছিল।

■ ঋগ্বেদে উল্লিখিত নদীগুলি (Rivers In Rigveda)

আধুনিক নাম	ঋগ্বেদীয় নাম
ইন্দাস	সিন্ধু (সর্বাধিক উল্লেখ)
ঝিলাম	বিতস্তা
চেনাব	অস্কিণী
রাভি	পুরুষ্নী
বিয়াস	বিপাশা ও আর্জিকীয়
শতদ্রু	শতুদ্রি
গোমতি	গুমাল
কুরুম	ক্রুমু
ঘর্ঘরা	দৃশাবতী
কাবুল	কুভা
গন্ডক	সদনীর

এই নির্দিষ্ট নামগুলি ছাড়াও ঋকবেদে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও অন্যান্য নদীর উল্লেখ আছে।
এইসময় ঘোড়াকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো। গরুর মতোই এর গুরত্ব ছিল 'দুহিতা' শব্দটি কন্যাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হতো ; কারণ তারা গরু দোহন করত।

- আর্যরা মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করত যেখানে পশুপালন ও কৃষিকাজ উভয়ই ছিল এবং গবাদি পশু এতে প্রধান ভূমিকা রাখত।
- তাদের বেশিরভাগ যুদ্ধ গরু নিয়ে হতো (যাকে 'অঘ্ন্য' বলা হতো এবং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের রূপ ছিল।) গুরু আসলে এক ধরনের মুদ্রা ছিল এবং মূল্য নির্ধারণ করা হতো গরুর সংখ্যা অনুযায়ী (একজন মানুষের জীবন মূল্য ধরা হতো 100টি গরুর সমান) তবে এগুলো বিনিময়যোগ্য ছিল না।
- বিনিময়ের মূল একক ছিল গরু। যেসময় কিছু সোনার মুদ্রাও ছিল (যেমন 'নিষ্ক' মূলত একটি সোনার নেকলেস, 'কৃষ্ণল' এবং 'শতমান'।
- 'গব্যুতি' ব্যবহৃত হতো দূরত্বের মাপক হিসাবে এবং 'গোধুলি' ববহৃত হতো সময়ের মাপক হিসাবে।
- তারা দুর্গবেষ্টিত বাদা বসতিতে বাস করত।
- সেইসময় চিকিৎসকদের বলা হতো 'ভিষক'।
- প্রধান ফসল ছিল 'যব' অর্থাৎ বা বার্লি।

ধর্ম (RELIGION)

- আর্যরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে জীবন্ত সত্ত্বা হিসাবে কল্পনা করত এবং তাদের উপাসনা করত।
- তারা প্রাকৃতিক বহু দেবতাবাদ চর্চা করত ; অর্থাৎ একাধিক দেবতার উপাসনা করত, ঋকবেদীয় ধর্ম এবং ইরনিয়ান আবেস্টার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিলেন ইন্দ্র যিনি যোদ্ধা দেবতার ভূমিকা পালন করতেন। পুরন্দর অশুভ শক্তিকে ধ্বংসকারী এবং বজ্র ও ঝড়ের সাথে যুক্ত ছিলেন।
- দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন অগ্নি (অগ্নিদেব)। তিনি দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিবেচিত হতেন। যিনি তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতেন।
- বরুণ তৃতীয় অবস্থান দখল করেন। যিনি জলের দেবতা ছিলেন এবং প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করতেন। তিনি সমস্ত ঋকবৈদিক দেবতাদের মধ্যে জাতিগতভাবে সর্বোচ্চ।

গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক আচার [Important Vedic Rituals]

- **অশ্বমেধ :** এই যজ্ঞে রাজা একটি ঘোড়া ছেড়ে দিত। সেই ঘোড়া যতদূর পর্যন্ত যেত সেখান পর্যন্ত সেই রাজার এলাকা বলে গণ্য হত এবং যেখানে গিয়ে বাধা পেত সেখানে যে বাধা দিত তার সঙ্গে রাজার যুদ্ধ হতো। যুদ্ধে রাজা জয়ী হলে, জয়ের প্রতিদানস্বরূপ এই ঘোড়াকে বলি দিত যা অশ্বমেধ যজ্ঞ নামে পরিচিত।
- **বাজাপেয় :** একটি রথ দৌড় অনুষ্ঠিত, যাতে রাজাকে বিজয়ী হতেই হতো (এইটি পূর্বনির্ধারিত ছিল) এটি রাজার প্রজাদের উপর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হতো।
- **রাজসূয় :** একটি বলিদান অনুষ্ঠান যা রাজাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করত।

- সোম উদ্ভিদের দেবতা হিসাবে বিবেচিত ছিল। মরুত ঝড়ের প্রতীক ছিলেন। অদিতি যিনি চিরন্তনতার দেবী এবং দেবতাদের জননী। উষা যিনি ভোরের প্রতীক।
- মন্দির ও মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না। খোলা আকাশের নিচে যজ্ঞ (বলিদান)-এর মাধ্যমে উপাসনা করতেন।
- বৈদিক যুগের বলিদান দুই ধরনের হতো।
  (1) গার্হস্থ্যদের দ্বারা পরিচালিত।
  (2) যেগুলোর জন্য পুরোহিতদের প্রয়োজন হতো।

পরবর্তী বৈদিক যুগ [LATER VEDIC PERIOD]

অঞ্চল (REGION)

- প্রমাণ থেকে জানা যায় আর্যরা পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, যা গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল পর্যন্ত ছিল।
- প্রথমদিকে, তারা জমি পরিস্কার করত আগুন দিয়ে পরে লোহার ব্যবহার থেকে বলা হতো কৃষ্ণ আয়স শুরু হয়। লৌহযন্ত্র 1000-800 খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাধারণ হয়ে ওঠে।

- পরবর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস মূলত বৈদিক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা ঋকবেদের পরে রচিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে—সামবেদ, যজুবেদ, অর্থববেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি।
- ভরত ও পুরু—এই দুইটি প্রধান গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে কুরু জাতি গঠন করেছিল। কুরুরা পরে দিল্লি ও দোয়াব অঞ্চলের উপরের অংশ দখল করে। এই অঞ্চল কুরুক্ষেত্র বা কুরুদের ভূমি নামে পরিচিত হয়।
- ধীরে ধীরে তারা দোয়াবের মধ্য অংশে বসবাসকারী পাঞ্চালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে। কুরু পাঞ্চাল গোষ্ঠী প্রভাব দিল্লি ও দোয়াবের উপরের এবং মধ্যে অংশে ছড়িয়ে পরে। তারা মিরাট জেলার হস্তিনাপুরকে রাজধানী হিসাবে স্থাপন করে।
- কুরু গোষ্ঠীর ইতিহাস মহাভারতের যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মহাভারত নামক মহাকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 950 সালের দিকে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। উভয় গোষ্ঠীই কুরু বংশের হওয়ায় প্রায় পুরো কুরুগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়।
- পরবর্তীতে হস্তিনাপুরে বন্যা হয় এবং কুরু গোষ্ঠীর অবশিষ্টাংশ কোশাম্বীতে (বর্তমান প্রয়াগরাজ) স্থানান্তরিত হয়।

রাজনৈতিক সংগঠন (POLITICAL ORGANIZATION)

- ক্ষুদ্র উপজাতীয় বসতিগুলি শক্তিশালী রাজ্যে (কুরু, পাঞ্চাল) রূপান্তরিত হয়।
- রাজা, যাকে 'সম্রাট' বলা হতো ; তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সভার গুরুত্ব কমে যায়। মহিলারা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারত না। এই সময়ে 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।
- রাজা স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখতেন না। যুদ্ধের সময় উপজাতীয় বাহিনী ডাকা হতো।
- পুরোহিত, সেনাপতি, রথচালক (সূতা) কোষাধ্যক্ষ (সংগ্রহিতা) কর আদায়কারী (ভাগদুখ), রানী (মহিষী), পানীয় জলের দায়িত্বপ্রাপ্ত (অক্ষবাপ) এদের উল্লেখ দেখা যায়।

সামাজিক জীবন (SOCIAL LIFE)

- সমাজে চারটি স্তরের বিভাজন স্পষ্ট হয় প্রথম পেশার ভিত্তিতে এবং পরে বংশানুক্রমে তা উত্তরাধিকারসূত্রে চলতে থাকে ; ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), বৈশ্য (চাষী, পশুপালক, ব্যবসায়ী) ও শূদ্র (উপরের তিন শ্রেণির সেবা প্রদানকারী)।
- প্রথম তিনটি উচ্চবর্ণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তারা উপনয়ন বা পবিত্র সূত্র ধারনের অধিকারী ছিল। এই উপনয়ন ছিল বৈদিক মন্ত্র অনুসারে এবং এটি ছিল বেদের শিক্ষার সূচনা।
- চতুর্থ বর্ণ (শূদ্র) গায়ত্রী মন্ত্রের পাঠ এবং উপনয়ন সংস্কার থেকে বঞ্চিত ছিল ফলে সে বৈদিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারত না। নারীরাও গায়ত্রী মঞ্চ ও উপনয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল।
- নারীরা স্বাধীনতা ও সম্মান ভোগ করত তবে সময়ের সঙ্গে তাদের সামাজিক অবস্থান হ্রাস পায়।
- এই সময়ে 'গোত্র' প্রথার সূচনা হয়। গোত্র পিতৃপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সনাক্ত করার একটি ব্যবস্থা ছিল (প্রথম উল্লেখ ঋকবেদে পাওয়া যায়)। মানুষ তখন একে অপরের মধ্যে বিবাহ করতে শুরু করে তবে একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল (একেই বলে 'গোত্র এক্সোগ্যামি')।

বিবাহের ধরনসমূহ (মনুস্মৃতিতে উল্লিখিত) [Types Of Marriages (Mentioned in Manusmriti)]

- **ব্রাহ্ম বিবাহ :** পণ দেওয়া এক কন্যাকে একই শ্রেণির একজন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া।
- **দৈব বিবাহ :** এক পিতা তাঁর কন্যাকে যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত পুরোহিতকে তাঁর পারিশ্রমিকের অংশ হিসাবে দান করেন।
- **আর্ষ বিবাহ :** যেখানে কনের পিতার কাছে গরু ও ষাঁড় নামমাত্র পণ হিসাবে প্রদান করা হয়।
- **প্রজাপত্য বিবাহ :** যেখানে কনের পিতা বিশ পণ ও বিনা দাবি-দাওয়ায় কন্যাকে প্রদান করেন।
- **গান্ধর্ব বিবাহ :** গোপনে কিছু উভয় পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন বিবাহ।
- **অসুর বিবাহ :** ক্রয় বা পণ দিয়ে বিয়ে।
- **রাক্ষস বিবাহ :** জোর করে অপহরণ করে বিবাহ।
- **পৈশাচ বিবাহ :** ঘুমন্ত বা অচেতন অবস্থায় এক নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপনপূর্বক বিবাহ।
- শেষ চারটি বিবাহ (অসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, গান্ধর্ব) সমাজে নিন্দিত ছিল।
- **অনুলোম :** উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ।
- **প্রতিলোম বিবাহ :** নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের নারীর মধ্যে বিবাহ।

- পুরুষার্থ ধারনা প্রচলিত হয় একজন মানুষের জীবনে চারটি মূল লক্ষ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।
- জীবনকে চারটি আশ্রম বা পর্যায়ে ভাগ করা হতো।
  ব্রহ্মচর্য (ছাত্রজীবন)
  গার্হস্থ্য (গৃহস্থলি জীবন)
  বানপ্রস্থ (অবসর জীবন)
  সন্ন্যাস (সংসার ত্যাগ)
- এই সময়ে ঘোড়ার রথে দৌড় ছিল প্রধান খেলা এবং জুয়া ছিল মূল বিনোদন।

অর্থনৈতিক জীবন (ECONOMIC LIFE)

- যাযাবর ও আধা-যাযাবর জীবনের ধরন পেছনের সারিতে চলে যায় এবং কৃষিকাজ যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তা জীবিকার প্রধান উৎসে পরিণত হয় এবং জীবনধারা স্থায়ী ও নির্জন হয়। এই পর্যায়ে আর্যরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে শুরু করে ; যা কারুশিল্প ও বাণিজ্যের (দূরবর্তী অঞ্চল যেমন ব্যবিলন ও সুমেরের সঙ্গে বিদেশী বাণিজ্য সহ)।
- বাণিজ্যের প্রসার ব্যবসায়ীদের একত্রিত হতে বাধ্য করে। এর ফলে এই সময়কালে প্রাথমিক বাণিজ্যিক সংগঠন বা প্রোটো-গিল্ড গড়ে ওঠে।
- কাঠের হাল দিয়ে জমি চাষ করা হতো। বৈদিক যুগের মানুষেরা যব উৎপাদন অব্যাহত রাখে, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে চাল (ব্রীহি নামে পরিচিত) এবং গম তাদের প্রধান ফসলে পরিণত হয়।
- যদিও 'ন্যার' শব্দটি পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে তবু কেবল শহরের সূচনালগ্ন দেখা যায় পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষে 'হস্তিনাপুর এবং কৌশাম্বী প্রাথমিক শহর বলে মনে হয়, যাদের প্রোটো আরবান (প্রারম্ভিক নগরায়ন বলা যেতে পারে।)

মাটির বাসন (POTTERY)

- পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষেরা চার ধরনের মাটির বাসন ব্যবহার করত।
  - কালো এবং লাল রঙের বাসনপত্র
  - কালো পালিশ করা বাসন
  - আঁকা ধূসর রঙের বাসন
  - লাল রঙের বাসন।
- লাল রঙের বাসন তাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল এবং প্রায় পুরো পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এটি পাওয়া গেছে তবে এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাটির বাসন হিসাবে পরিচিত আঁকা ধুসর রঙের বাসনপত্র (Painted Grey Ware), যা মূলত বাটি এবং থালার মতো পাত্র হতো এবং তা সাধারণত পূজার কাজে বা উচ্চ শ্রেণির মানুষদের খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো।

ধর্ম (RELIGION)

- যজ্ঞ করার জন্য মন্ত্র এবং নিয়মাবলী গুরুত্ব পেতে শুরু করে। প্রথমবার পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আসে। প্রার্থনাগুলো আবৃত্তি করা হতো, তবে দেবতাদের খুশি করার প্রধান পদ্ধতি হিসাবে তা গুরুত্ব হারায়। যজ্ঞ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
- ইন্দ্র ও অগ্নি তাদের গুরুত্ব হারায়। প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা) সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুকে পালনকর্তা ও রক্ষক হিসাবে ভাবা শুরু হয়।
- কিছু সামাজিক শ্রেণির মানুষদের নিজেদের দেবতাও ছিল যেমন—পূষন যিনি গরুর দেখভালের দেবতা ছিলেন এবং শূদ্রদের দেবতা বলে বিবেচিত হতেন।

বৈদিক সাহিত্য [VEDIC LITERATURE]

বেদ (THE VEDAS)

- 'বেদ' শব্দটি 'বিদ' থেকে এসেছে। যার অর্থ 'জ্ঞান'।
- বেদগুলোকে 'শ্রুতি' বলা হয়। কারণ এগুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে শ্রবণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হতো।
- মোট চারটি বেদ রয়েছে—ঋকবেদ (Rigveda), সামবেদ (Samaveda), যজুর্বেদ (Yajur Veda) এবং অর্থববেদ (Atharva Veda)।
- প্রথম তিনটি বেদকে একত্রে ত্রয়ী বলা হয়। প্রতিটি বেদকে আবার সংহতিয় ভাগ করা হয়েছে।
  - ঋকবেদ (যা প্রাচীন বৈদিক যুগে রচিত) মূলত প্রার্থনার স্তোত্র নিয়ে গঠিত।
  - পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রার্থনার পাশাপাশি যজ্ঞ; রীতি; জাদু ও পৌরাণিক কাহিনী থাকে।
  - উপনিষদে দার্শনিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(A) ঋকর্বেদ (RIG VEDA)

- এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ।
- আনুমানিক 1700 খ্রিস্টপূর্ব সালের দিকে এটি রচিত হয়েছিল।
- একটি স্তোত্র (সুক্ত) সংকলন। যজ্ঞ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একাগ্রতার সাথে পাঠ করা হতো।
- এতে মোট 1028টি স্তোত্র (1017 + 11) রয়েছে এবং এগুলো 10টি মণ্ডলে বিভক্ত।
- 1 থেকে 10 মণ্ডল হলো প্রাচীনতম মণ্ডল, যেগুলোর রচয়িতা একটি নির্দিষ্ট ঋষি পরিবার ; যেমন গৃতাসমাদ, বিশ্বমিত্র, অত্রি ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ইত্যাদি। অষ্টম মণ্ডল

কাভাস্যদের নবম মণ্ডল সোম রসের সংকলন এবং 1 ও 10 মণ্ডল পরবর্তীতে যুক্ত হওয়া সংযোজন।

- ঋকবেদের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ—
  (1) ওঁ—1028 বার
  (2) জন—275 বার
  (3) অশ্ব, গাভী ও বিষ্ণু—যথাক্রমে 215, 176, 170 বার।
  (4) ইন্দ্র—প্রায় 250 বার
  (5) অগ্নি—প্রায় 200 বার।
- বিশ্বমিত্র রচিত গায়ত্রী মন্ত্র যা সাবিত্রী দেবতাদের উৎসর্গীকৃত, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তোত্র। এটি বৈদিক দেবীর অদিতির একটি রূপা।
- দশরাজার যুদ্ধ (দাসরাজাও যুদ্ধ) সপ্তম মণ্ডলে বর্ণিত যা রাভি নদীর কাছে সংগঠিত হয়েছিল। রাজা সুদাস এই যুদ্ধে বিজয়ী হন।
- সরস্বতী ছিল ঋকবেদের নদীর দেবী।

(B) সামবেদ (SAMA VEDA)

- পাঠ করার জন্য ব্যবহৃত হতো যেখানে ঋকবেদের স্তোত্রগুলো সুরে রূপান্তরিত করা হতো।
- 'সামন' শব্দটি থেকে সুর বা সঙ্গীত শব্দটি উদ্ভুত এটি মূলত সুরের সংকলন।
- এতে 1603টি স্তোত্র রয়েছে যার মধ্যে 99টি বাদে সব ঋকবেদ থেকে নেওয়া।

(C) যজুর্বেদ (YAJUR VEDA)

- যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার পালনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে।
- যজুর্বেদের দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে—
  1. শুক্ল যজুবেদ
  2. কৃষ্ণ যজুবেদ।
- প্রথমটি শুধুমাত্র মন্ত্র নিয়ে গঠিত, দ্বিতীয়টিতে মন্ত্র ও তাদের ব্যাখ্যা উভয়ই রয়েছে।

(D) অথর্ববেদ (ATHARVA VEDA)

- অন্য তিন বেদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
- প্রথমবার এখানে আয়ুর্বেদের উল্লেখ পাওয়া যায়।
- এই বেদের 20টা কাণ্ড রয়েছে (Books) 711টা মন্ত্র রয়েছে। জাদুবিদ্যা ও (মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ (THE BRAHMANAS)

- তারা বেদের স্তোত্রগুলিকে একটি প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেন।
- প্রতিটি বেদের সাথে বেশ কয়েকটি ব্রাহ্মণ যুক্ত থাকে।
  1. ঋকবেদ : কৌশিতকি, ঐতরেয়
  2. সামবেদ : পঞ্চবংশীয়, জৈমিনিয়
  3. যজুবেদ : তৈত্তিরীয়, শতপথ
  4. অর্থববেদ : গোপথ
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ হলো ''শতপথ ব্রাহ্মণ'' (যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা সংযুক্ত) যজুবেদে যা সবচেয়ে বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি তিনটি ''পবিত্র পথ'' সুপারিশ করে। এটিতে একশোটা গোপন পাঠ আছে।

আরণ্যক (THE ARANYAKAS)

- এগুলো প্রধানত বনে লেখা হতো। গুরুরা তাদের শিষ্যদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দিতেন।
- এগুলো ব্রাহ্মণদের সমাপ্ত অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- রহস্যবাদ এবং দর্শনের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত।
- বলিদানকে অস্বীকার করে ও 'ধ্যান'-কে গুরুত্ব দেয়।
- কাজের পথ 'কর্মযোগ' ও জ্ঞানের পথ (জ্ঞানমার্গ) এর সেতুবন্ধ তৈরি করে।

উপনিষদ (THE UPANISHADS)

- 'উপনিষদ' শব্দের অর্থ কারো পায়ের কাছে বসা এবং ছাত্রের গুরুর নিকট বসে শেখার নির্দেশ করে।
- এগুলো ভারতীয় দর্শনের প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।
- মোট 108টি উপনিষদ রয়েছে।
- তারা অনুষ্ঠান এবং বলিদান নাকচ করে।
- তারা বিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করে এবং কর্ম (রাজ্যের) নীতি ব্যাখ্যা করে।
- এই জন্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই 'আত্মা'—এই দর্শন উপনিষদে রয়েছে।
- বিখ্যাত নারী দার্শনিক গার্গী ও প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে বিতর্ক বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ আছে।
- এই উপনিষদে দার্শনিক উপাদানও রয়েছে।

স্মৃতিসমূহ (SMRITIS)

- বৈদিক জীবনের নিয়ম ও বিধান ব্যাখ্যা করে।
- প্রধান হলো মনুষ্য স্মৃতি, নারদ স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এবং পারাশর স্মৃতি।

বেদাঙ্গ (VEDANGAS)

- বেদ বোঝার জন্য বেদাঙ্গ বা বেদের অঙ্গগুলি অধ্যায়ন করা আবশ্যক।

  ষড়বেদাঙ্গ বা ছয়টি বেদাঙ্গ হল—
  - শিক্ষা (উচ্চারণ সংক্রান্ত)
  - কল্প (বিধিবিধান সংক্রান্ত)
  - ব্যাকরণ (ব্যাকরণ সংক্রান্ত)
  - নিরক্ত (শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত)
  - ছন্দ (ছন্দ সংক্রান্ত)
  - জ্যোতিষ (জ্যোতিষবিদ্যা)